



## 178524 - জবাই করার আগে কোরবানির পশু মারা গলে কৈ হুকুম

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: এ বছর ইসলামি সংস্থার পরচিলানাধীন মসজিদে মাধ্যমে আমি কোরবানি করার সদিধান্ত নিয়েছে। অন্য ছয়জনরে সাথে আমি একটি গ্রুর ভাগে অংশীদার হয়েছ। ইসলামি সংস্থাকে ২০০০ পাউন্ড মূল্য পরশিোধ করা হয়েছ। তারা কোরবানির পশু ক্রয় করেছনে। ৫ জন, ৬ জন বা ৭ জনরে জোটবদ্ধ গ্রুপরে সদস্য সংখ্যা অনুপাতে তারা প্রত্যকে গ্রুপরে জন্য কোরবানির পশু নরিদষ্টি করে দিয়েছনে। কনিতু, ঈদরে দনি ফজরে এক ঘণ্টা পূর্বে আমার কোরবানির জন্য নরিদষ্টি গ্রুটি মারা গছে। আমি কোন অর্থ ফরেত পাইনি। কনেনা আমি কোরবানির পশু ক্রয় করেছ। কনোর পর ফজরে পূর্বে পশুটি মারা গছে। আমি অন্য একটি কোরবানির পশু সন্ধান করে শেষে ১০০০ পাউন্ড দিয়ে একটি ভিডো জবাই করেছ। প্রশ্ন হচ্ছ; প্রথমত: এমতাবস্থায় কি করা সঠিক ওয়াজবি ছলি। দ্বিতীয়ত: এ ধরণরে বঞ্চার শকার হওয়া কি আমার গুনাহরে প্রতফিল?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

১। কটে যদি কোন একটি পশুকে কোরবানির জন্য নরিদষ্টি করে, এরপর কোন অবহলো না করা সত্বেও সে পশুটি মারা যায় সক্ষেত্রে তার উপর কোন কছি বর্তাবে না।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনি’ গ্রন্থে (৯/৩৫৩) বলেন:

“যদি কোন অবহলো ব্যতিরেকে তার হাত থেকে কোরবানির পশুটি ধ্বংস হয়ে যায় কথিবা চুরি হয়ে যায় কথিবা হারিয়ে যায় সক্ষেত্রে তার উপর কোন কছি বর্তাবে না। কনেনা পশুটি তার হাতে আমানত। যদি তার অবহলো না থাকে সক্ষেত্রে গচ্ছতি-রাখা সম্পদরে মত তাকে এটার ক্ষতপূরণ দিতে হবে না”। [সমাপ্ত] [আরও দেখুন: মরিদাওয়া এর ‘আল-ইনসাফ’ (৪/৭১)]

২। যদি সে ব্যক্তি নিজি এটাকে ধ্বংস করে থাকে কথিবা অন্য কটে ধ্বংস করে থাকে তাহলে যে ব্যক্তি ধ্বংসরে কারণ সে এর মূল্য কথিবা সমমানরে পশু ক্ষতপূরণ দবি।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনি’ গ্রন্থে (৯/৩৫২) বলেন:



“যদি কটে কোন ওয়াজবি কেরবানরি পশু ধ্বংস করে তাহলে তাকে মূল্য জরমিনা দিতে হবে। কেননা পশু এমন শ্রণীর যটোর মূল্য-অনুমানযোগ্য। যদেনি পশুটিকে ধ্বংস করেছে সেই দিনেরে মূল্য ধ্বংস হবে”।

এ বিষয়টি যখন পরষিকার হল: সুতরাং আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়। কেননা আপনি নিজি কেরবানরি পশুটি ধ্বংস করেনি এবং এটির সংরক্ষণে কোন অবহলো করেননি।

পরবর্তীতে আপনি কেরবানরি নয়িতে যে ভড়া জবাই করছেন সটো ভাল করছেন। আপনি ইনশাআল্লাহ এর জন্য সওয়াব পাবনে। কিন্তু, আপনার উপর মরে যাওয়া পশুর বদলে অন্য কোন পশু জবাই করা আবশ্যিক ছিল না। কিন্তু আপনি যিহেতে করই ফলেছেন সটো নিফল এবং আপনার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সওয়াবেরে কাজ হয়েছে, ইনশাআল্লাহ।

আপনার কেরবানরি পশু মরে যাওয়া এমন কিছু নির্দশে করছে না যে, আপনি বিঞ্চতি কথিবা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য কোন শাস্তি। বরং কে জানে হতে পারে এটি আপনার জন্য পরীক্ষা; যে পরীক্ষার জন্য আপনি সওয়াব পাবনে। নকে কাজ করার জন্য আপনি আগে যে চেষ্টা করছেন এর সাথে যোগ হয়েছে আল্লাহর নির্ধারতি তাকদরি অনুযায়ী আপনি মরে যাওয়া পশুটির বদলে অন্য একটি পশু কেরবানি করছেন। আল্লাহর চাহে তে এ আমলগুলো আপনার অতিরিক্ত নকেরি কাজ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

“কোন মানুষ যদি সুদৃঢ় সংকল্পেরে সাথে তার সাধ্যে যা কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে তা করে তাহলে শরয়িতেরে দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি পরপূর্ণ কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির সমান; পরপূর্ণ কার্য সম্পাদনকারীর সওয়াব কথিবা শাস্তি সে ব্যক্তি পাবে; এমনকি যা তার সাধ্যেরে বাইরে এর জন্যও সে ব্যক্তি সওয়াব কথিবা শাস্তি পাবে। উদাহরণস্বরূপ নকে কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতাকারী ব্যক্তিবর্গ”। [মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/৭২২-৭২৩), আরও জানতে দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া (২৩/২৩৬)]

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনার পক্ষ থেকে এবং সকল মুসলমানেরে পক্ষ থেকে কবুল করেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।